যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৪০৩

১/ বিবিধ

আরবী

لوجاءت العسرة حتى تدخل هذا الجحر، لجاءت اليسرة حتى تخرجه، فأنزل الله تبارك وتعالى: " إن مع العسر يسرا

ضعيف جدا

رواه البزار (2288) وابن عدي في الكامل (80/2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/107) والحاكم (2/255) عن حميد بن حماد: حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ينظر إلى جحر بحيال وجهه فقال: فذكره وقال ابن عدي

" لا أعلم يرويه عن عائذ غير حميد بن حماد، وهو يحدث عن الثقات بالمناكير وهو على قلة حديثه لا يتابع عليه

وقال الحاكم

" حديث عجيب، غير أن الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح

وتعقبه الذهبي بقوله

" قلت: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ، وحميد منكر الحديث كعائذ

وقد روي عن ابن مسعود، ولكنه واه جدا

أخرجه الطبراني في " الكبير " (3/59/1) عن يزيد بن هارون: أنا أبو مالك النخعي عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عنه به نحوه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، أبو مالك النخعي وهو الواسطي متروك كما قال

الحافظ

وذكر الحافظ ابن كثير في " التفسير " أن شعبة رواه عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا

رواه ابن جرير في " تفسيره " (30/151)

ورجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم

وأما حديث: " لن يغلب عسر يسرين " فقد جاء مرسلا، وسيأتي تخريجه برقم (4342) مع بيان جهل من صححه ممن اختصر تفسير ابن كثير، وهو الشيخ الصابوني الحلبي

وقد صنع مثله ابن بلده الشيخ الرفاعي فأورد حديث عائذ هذا في " مختصره " أيضا (4/404) ، مع تصريحه أيضا في مقدمته بأنه التزم فيه الصحيح من الحديث، بل إن صنيعه أسوأ من صنيع الصابوني؛ لأن هذا الحديث قد ضعفه ابن كثير وبين علته بقوله عقبه وقد عزاه لابن أبي حاتم والبزار الذي قال

" لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح "؛ فقال ابن كثير

" قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: في حديثه ضعف

فأين الالتزام المزعوم يا نسيب؟ فاتق الله في حديث نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تدع ما لا تحسنه

বাংলা

১৪০৩। যদি কঠিনত্ব এসে এ গর্তে প্রবেশ করে তাহলে সহজত্ব এসে তাকে বের করে দিবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেনঃ "নিশ্চয় কষ্টের সাথে আছে আরাম"।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে বাযযার (২২৮৮), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/৮০), আবু নুয়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১০৭) ও হাকিম (২/২৫৫) হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি আয়েয ইবনু শুরায়হ হতে, তিনি বলেনঃ আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে তার চেহারার সম্মুখে একটি গর্তের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ ...।

ইবনু আদী বলেনঃ আয়েয হতে হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। তার হাদীস সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তার মুতাবায়াত করা হয়নি।

হাকিম বলেনঃ হাদীসটি আজব ধরনের। এ ছাড়া আয়েয ইবনু শুরাইহ এর দ্বারা বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেননি। হাফিয যাহাবী বলেনঃ হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ হাদীসটি এককভাবে আয়েয হতে বর্ণনা করেছেন। আর হুমায়েদ আয়েযের মতই মুনকারুল হাদীস ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্বারানী "আলমুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৫৯/১) ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি আবু মালেক নাখ'ঈ হতে, তিনি আবু হামযাহ হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামাহ সূত্রে তার থেকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী আবু মালেক ওয়াসেতী মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর "তাফসীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শুবাহ হাদীসটিকে মুয়াবিয়্যাহ ইবনু কুররাহ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু জারীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৩০/১৫১) বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য সেই ব্যক্তি ছাড়া যার নাম নেয়া হয়নি।

এছাড়া আরেকটি মুরসাল হাদীস (৪৩৪২) নম্বরে আলোচিত হবে যেটিকে অজ্ঞতা বশত কেউ কেউ সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন সাবূনী হালাবী এবং শাইখ রেফা'ঈ করেছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72282

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন